সহজ ভাষায় মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১

[বি: দ্র: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা পাঠ করে সঠিকভাবে এর অর্থ বুঝতে পারা বেশ কঠিন। কারণ হলো, একদিকে এর ভাষা কঠিন। তাছাড়া, ক্রস-রেফারেন্স মিলিয়ে পড়তে হয়, যা অত্যন্ত ধৈর্যের ব্যাপার। অধিকন্তু, এর বিষয়বস্তু হলো নিরস। এসকল কারণে, মূসক বিধিমালা পাঠ করে সহজে এর অর্থ বোধগম্য হয় না। অর্থ সহজবোধ্য না হওয়ার কারণে এর পরিপালন জটিল হয়। বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশেষণ করতে থাকে। দেশে একটি পরিপালিত (Compliant) মূসক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে, সকলের কাছে সহজ ভাষায় এর অর্থ পৌঁছে দিতে হবে। সকলে যেন একইভাবে বিষয়সমূহ বুঝতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে, পাঠকদের কাছে সহজে বোধগম্য করার জন্য সহজ ভাষায় মূসক বিধিমালার বিষয়বস্তু নিম্নে পেশ করা হয়েছে। আশা করি, পাঠক ইহা পাঠ করে সহজে মূসক বিধিমালার অর্থ বুঝতে পারবেন এবং উপকৃত হবেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, এই কাজটি কোনো সরকারী কাজ নয়। এই ওযেবসাইটের স্বত্বাধিকারী নিজ উদ্যোগে এই কাজটি সম্পাদন করেছে। তাই, ইহা কোনো সরকারী দলিল নয়। মুল বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু দৃশ্যমান হলে মূল বিধিমালার অর্থ প্রাধান্য পাবে। মূসক বিধিমালা পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য করতে এই ডকুমেন্টটি যদি কিছুটা অবদান রাখতে পারে, তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। প্রিয় পাঠকগণ, অনুগ্রহ করে আপনাদের মতামত জানাবেন (Website: www.vatbd.com E-Mail: roufcus@yahoo.com Mobile: 01673-770617)। এখানে কোনো ভুল-ভ্রান্তি থাকলে আপনাদের মতামত তা সংশোধন করতে সাহায্য করবে। আর পাঠকদের সন্তুষ্টি আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করবে।]

বিধি-১: সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।

এই বিধিমালা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

বিধি-২: সংজ্ঞা।

(১) (ক) ”আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১।

(কক) এখানে ”ইউটিলাইজেশন পারমিশন” (ইউপি) এবং ”ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন” (ইউডি) এ দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যা বুঝতে হলে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন। শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠানদেরকে বন্ড লাইসেন্স দেয়া আছে। বন্ড লাইসেন্সের আওতায় তারা শুল্ক-করমুক্তভাবে উপকরণ আমদানি করতে পারে। আমদানিকৃত উপকরণ দিয়ে পণ্য প্রস্তুত করে রপ্তানি করতে হয়। সকল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীকে এ ধরণের বন্ড লাইসেন্স দেয়া আছে। বন্ড লাইসেন্সের মাধ্যমে আমদানিকৃত উপকরণ তাদের বন্ডেড ওয়্যারহাউসে মজুদ থাকে। রপ্তানির জন্য কোন এলসি/অর্ডার পেলে, উক্ত রপ্তানি পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে বের করতে হয়। এজন্যে ”ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন” ইস্যু করে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এর নিকট দাখিল করতে হয়। এই হলো ”ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন”। ”ইউটিলাইজেশন পারমিশন” হলো এরকমই। তবে, একটু পার্থক্য রয়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক। যেমন: টেক্সটাইল মিল, স্পিনিং মিল, ডাইয়িং ও ফিনিশিং ফ্যাক্টরী ইত্যাদি। এ সকল প্রতিষ্ঠান তাদের ১০০ ভাগ পণ্য ১০০ ভাগ সরাসরি রপ্তানিকারক গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি/রপ্তানি করে থাকে। এ সকল প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানদেরকেও বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স দেয়া আছে। তারাও শুল্ক-করাদি মুক্তভাবে উপকরণ আমদানি করতে পারে। শতভাগ সরাসরি রপ্তানিকারকের নিকট থেকে কোনো ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি পেলে, তাদের বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে উপকরণ বের করতে হয়। তখন তারা ”ইউটিলাইজেশন পারমিশন” এর জন্য বন্ড কমিশনারেটে আবেদন করে। ”ইউটিলাইজেশন পারমিশন” হলো, প্রাপ্ত ব্যাক-টু-ব্যাক এলসিতে বর্ণিত পণ্য প্রস্তুত করতে কি পরিমাণ উপকরণ প্রয়োজন হবে তার হিসাব। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ”ইউটিলাইজেশন পারমিশন” অনুমোদন করে। এ সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান (সাময়িক আমদানি) বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুসারে পরিচালিত হয়।

(খ) ”কর” অর্থ মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর (আগাম আয়কর ব্যতীত)।

(খখ) ”চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক” অর্থ অনেক সময় কোন ব্র্যান্ডেড পণ্য অন্য কোনো উৎপাদকের নিকট থেকে উৎপাদন করিয়ে নেয়া হয়। যেমন: বাটা সু কোম্পানি তাদের ব্র্যান্ডেড পণ্য অনেক সময় অন্য কোনো সু কোম্পানির নিকট থেকে তৈরী করিয়ে নেয়। এখানে বাটা সু কোম্পানি হলো পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারী। আর যে কোম্পানির কাছে উৎপাদন করতে দেয়া হয়েছে তাকে বলা হয় ”চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক”। পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারী এবং চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। পণ্যের

স্বত্ত্বাধিকারী ”মূসক-১১গ” ফরম ব্যবহার করে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের নিকট উপকরণ পাঠিয়ে দেয়। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করার পর ”মূসক-১১” ফরম ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য স্বত্ত্বাধিকারীর নিকট পৌঁছে দেয়।

(খখখ) ”ধারা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারাসমূহ।

(গ) ”নিবন্ধনপত্র” অর্থ মূসকের আওতায় রেজিস্ট্রেশন পত্র। মূসকযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনাকারী; যেমনঃ মূসকযোগ্য পণ্যের উৎপাদক; বা মূসকযোগ্য সেবা প্রদানকারী বা মূসকযোগ্য পণ্যের ব্যবসায়ী; সকল আমদানি ও রপ্তানিকারককে মূসক নিবন্ধনপত্র নিতে হবে।

(ঘ) ”নিবন্ধিত ব্যক্তি” অর্থ যিনি মূসক নিবন্ধনপত্র গ্রহণ করেছেন। যিনি উপরে বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে আগ্রহী বা পরিচালনা করেন।

(ঘঘ) বিলুপ্ত।

(ঙ) ”প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক”। ডেডো থেকে সহজে প্রত্যর্পণ দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারকদের তালিকা প্রস্তুতের বিধান করা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে এই তালিকা প্রস্তুত করা যায়নি।

(ঙঙ) ”পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান”। পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান হলেন তিনি, যিনি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের নিকট পণ্য রপ্তানি করেন। ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা অভ্যান্তরীণ ঋণপত্রের বিপরীতে পণ্য রপ্তানি করতে হবে। এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পেতে হবে। যেমনঃ এস, আর, ট্রেডিং লিঃ আশা ফেব্রিক্স লিঃ এর নিকট সুতা রপ্তানি করেন।

(ঙঙঙ) ”প্রকৃত রপ্তানিকারক বা রপ্তানিকারক”। প্রকৃত রপ্তানিকারক হলেন তিনি, যিনি সরাসরি বিদেশে বা দেশের অভ্যন্তরে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) পণ্য রপ্তানি করেন। যেমনঃ ভারটেক্স গার্মেন্টস লিঃ সরাসরি নেদারল্যান্ডে জিন্সের প্যান্ট রপ্তানি করে।

(ঙঙঙঙ) ”প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক”। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হলেন তিনি, যিনি প্রকৃত রপ্তানিকারকের নিকট ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা দরপত্র এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য রপ্তানি করেন। যেমনঃ আশা ফেব্রিক্স লিঃ ভারটেক্স গার্মেন্ট-এর নিকট ফেব্রিক্স রপ্তানি করেন।

(চ) ”ফরম”। মূসক বিধিমালার সাথে ৩৮ টি ফরম রয়েছে। মূসকের বিভিন্ন কাজে এসকল ফরম ব্যবহার করা হয়।

(চচ) ”বন্ডেড ওয়্যারহাউস” এবং ”স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস”। উপরের (কক) উপানুচ্ছেদে এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। শুল্ক ও কর পরিশোধ না করে, কোনো পণ্য আমদানি করার জন্য

সরকার বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে এরূপ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। যেমনঃ শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীদের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স দেয়া আছে। তারা বিদেশ থেকে ফেব্রিক্স, রং, বুতাম জিপার, স্টিকার ইত্যাদি শুল্ক-কর পরিশোধ না করে আমদানি করে। এবং এগুলো দিয়ে শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি তৈরী করে বিদেশে রপ্তানি করে।

(ছ) ”বিভাগীয় কর্মকর্তা”। মূসক বিভাগীয় অফিসের যিনি প্রধান থাকেন তাকে ”বিভাগীয় কর্মকর্তা” বলে। সাধারণতঃ সহকারী কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার মূসক বিভাগীয় অফিসের দায়িত্বে থাকেন। কয়েকটি সার্কেল নিয়ে একটি বিভাগীয় অফিস গঠিত হয়। একটি কমিশনারেটের অধীনে কয়েকটি বিভাগীয় অফিস থাকে। যেমনঃ তেজগাঁও, গাজীপুর, টংগী, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, মতিঝিল, লালবাগ, সুত্রাপুর, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, বগুড়া, কুষ্টিয়া, বরিশাল, সিলেট, ফেনী, কক্সবাজার ইত্যাদি বিভাগীয় অফিস।

(জ) ”বিল অব এন্ট্রি”। আমদানি করা পণ্য খালাস করার সময় শুল্ক স্টেশনে যে ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয় তাকে ”বিল-অব-এন্ট্রি” বলে। বিল-অব-এন্ট্রি’র সাথে আরো অনেক ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয়।

(ঝ) ”বিল অব এক্সপোর্ট”। পণ্য রপ্তানি করার সময় শুল্ক স্টেশনে যে ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয় তাকে ”বিল-অব-এক্সপোর্ট” বা ”শিপিং বিল” বলে। বিল-অব-এক্সপোর্টের সাথে আরো অনেক ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয়।

(ঝঝ) ”স্বত্ত্বাধিকারী”। চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল মালিককে ”স্বত্ত্বাধিকারী” বলে। যেমনঃ বাটা সু কোম্পানি যদি ভাই ভাই লেদার ফ্যাক্টরীর নিকট থেকে চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন করায়, তাহলে এখানে বাটা সু কোম্পানি হলো ”স্বত্ত্বাধিকারী”।

(ঞ) ”রাজস্ব কর্মকর্তা”। পূর্বে যাদেরকে ”সুপারিনটেনডেন্ট” বলা হতো এখন তাদেরকে ”রাজস্ব কর্মকর্তা” বলা হয়। তাঁরা প্রথম শ্রেণীর নন-ক্যাডার কর্মকর্তা। তাঁরা সার্কেলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া, বিভাগীয় দপ্তর এবং কমিশনারেটেও তাঁরা পদস্থ থাকেন।

(২) বিধিতে সংজ্ঞা দেয়া না থাকলে আইনের অর্থ প্রযোজ্য হবে।

বিধি-৩ঃ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ধার্যের জন্য মূল্য ঘোষণা।

(১) কোনো পণ্যের মূসক ধার্য করার লক্ষ্যে "মূসক-১" ফরমে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হবে। মূল্য ঘোষণা দেয়ার তারিখ থেকেই উক্তরূপ ঘোষিত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে হবে।

শর্তঃ ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক আমদানিকারককে "মূসক-১খ" ফরমে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ ব্যবসায়ী বলতে আমরা কি বুঝি? মূসক ব্যবস্থায় "ব্যবসায়ী" শব্দের বিশেষ অর্থ আছে। পণ্য উৎপাদনের পর কয়েকটি হাত পার হয়ে; যেমনঃ ডিলার, কমিশন এজেন্ট, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা ইত্যাদি; কোনো পণ্য ভোক্তার হাতে পৌঁছায়। মাঝখানের এই ধাপগুলোকে মূসক ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী স্তর বলে। বাণিজ্যিক আমদানিকারক তাকে বলে যিনি কোনো পণ্য বিক্রি করার জন্যে আমদানি করেন। অর্থাৎ আমদানি করার পর আমদানিকারক ব্যবসায়ী হয়ে যান।

(১ক) কোনো উৎপাদক মূসকযোগ্য এবং মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য একইসাথে উৎপাদন করতে পারেন। আবার, কোনো উৎপাদক তার উৎপাদিত পণ্য স্থানীয়ভাবে বিক্রি করার পাশাপাশি কিছু পণ্য রপ্তানি করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে মূসকযোগ্য এবং স্থানীয়ভাবে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের জন্য "মূসক-১" ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্যের জন্য "মূসক-১গ" ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। মূল্য ঘোষণার ওপর বিভাগীয় কর্মকর্তা ১৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। ১৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান না করলে ঘোষিত মূল্য গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

১ম শর্তঃ বিভাগীয় কর্মকর্তা যদি ঘোষণায় কোনো সংশোধন আনতে চান তাহলে ঘোষণাকারীকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

২য় শর্তঃ শতভাগ রপ্তানিকারক এবং শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে না।

(১খ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক "মূসক-১" ফরমে মূল্য ঘোষণা দিবেন। তিনি পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারীর নিকট থেকে যে অর্থ পাবেন তার ভিত্তিতে মূল্য ঘোষণা দেবেন।

(১গ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারী ”মূসক-১” ফরমে মূল্য ঘোষণা দেবেন। তিনি এমনভাবে মূল্য ঘোষণা দেবেন যেন তিনি নিজেই উৎপাদনকারী।

(১ঘ) কোনো উৎপাদক স্বেচ্ছায় ”মূসক-১ঘ” ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে পারবেন।

শর্ত: এক্ষেত্রে পণ্যের গায়ে, বা প্যাকেটে যে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য লিখা থাকে তার মিনিমাম দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন পর্যায়ে মূসকযোগ্য মূল্য হতে হবে।

(১ঙ) ”মূসক-১ঘ” ফরমে মূল্য ঘোষণা উক্ত ঘোষণা প্রদান করার তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(২) মূল্য ঘোষণায় কোনো পরিবর্তন করতে হলে পরিবর্তন কার্যকর করার ৭ কার্যদিবস পূর্বে ঘোষণা দিতে হবে।

(২ক) উপরের মত।

শর্ত: বিভাগীয় কর্মকর্তা মূল্য ঘোষণায় কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে ঘোষণাকারীকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

(২খ) দু'টি শর্ত যদি ঠিক রাখা যায় তাহলে উপকরণের মূল্য পরিবর্তন হলেও নতুন করে মূল্য ঘোষণা প্রদান করার প্রয়োজন নেই। (১) পূর্বে ঘোষিত মূসকযোগ্য মূল্য যদি পরিবর্তন না করা হয়। এবং (২) মূল্য সংযোজনে পরিবর্তন অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি যদি ৫ শতাংশের কম হয়। উক্ত দুটি শর্ত ঠিক রাখতে পারলে নতুন করে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে না। পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী মূসক পরিশোধ করতে হবে। উপকরণ মূল্য বৃদ্ধি পেলে বর্ধিত রেয়াত নেয়া যাবে।

শর্ত: এরূপ পদ্ধতি মূল্য ঘোষণা না দিলে তদন্ত বা জরিপ করা যাবে।

(৩) মূল্য ঘোষণায় কোনো অসংগতি পাওয়া গেলে বিভাগীয় কর্মকর্তা তা সংশোধন করে অনুমোদন করবেন। তবে, ঘোষণা প্রদানকারীর শুনানী নিতে হবে। মূল্য ঘোষণা প্রদানের তারিখ থেকে সংশোধিত মুল্য কার্যকর হবে।

ব্যাখ্যা: এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘোষণা দেয়ার কারণে মামলা দায়ের করা যাবে।

শর্ত: এ সকল কার্যক্রম বিভাগীয় কর্মকর্তাকে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে শেষ করতে হবে। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে শেষ করতে না পারলে ধরে নেয়া হবে যে, ঘোষিত মূল্যে তার কোনো আপত্তি নেই।

(৪) বিলুপ্ত।

(৫) বিলুপ্ত।

(৬) কেউ যদি ডিসকাউন্ট দিয়ে পণ্য বিক্রি করতে চাই তাহলে তিনটি শর্ত পালন করতে হবে। (ক) ডিসকাউন্ট দেয়ার পর কত মূল্যে পণ্য বিক্রি হবে এবং কোন মেয়াদে ডিসকাউন্ট দেয়া হবে তা জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে বিভাগীয় কর্মকর্তাকে জানাতে হবে। (খ) অনুমোদিত মূল্যের ১৫ শতাংশের বেশি ডিসকাউন্ট দেয়া যাবে না। (গ) বছরে ৩০ দিনের বেশি ডিসকাউন্ট দেয়া যাবে না।

(৭) কমিশনার তিন কারণে কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন। (ক) নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি কমিশনার বরাবরে আবেদন করেন। (খ) বিভাগীয় কর্মকর্তা যদি অনুরোধ করেন। এবং (গ) কমিশনার নিজে যদি ইচ্ছা করেন।

১ম শর্ত: বিভাগীয় কর্মকর্তার নির্ধারিত মূল্য বিষয়ে আবেদনকারীর কোনো আপত্তি থাকলে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনার বরাবরে আবেদন করা যাবে। কমিশনার ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিবেন। তিনি মূল্যে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে আবেদনকারীর শুনানী নেবেন। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান না করলে ধরে নেয়া হবে যে, মূল্য বিষয়ে তার কোনো আপত্তি নেই।

২য় শর্ত: কমিশনার মূল্য বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য মূল্যভিত্তি পর্যালোচনা কমিটিকে অনুরোধ করতে পারবেন।

(৮) ঘোষিত মূল্য নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে টানিয়ে রাখতে হবে।

(৯) ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে ”মূসক-১ক” ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা উহা অনুমোদন করবেন।

শর্ত: বিভাগীয় কর্মকর্তা যদি ঘোষণায় কোনো পরিবর্তন আনতে চান তাহলে আবেদনকারীর শুনানী দিতে হবে।

বিধি-৩ক: সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ধার্যের জন্য মূল্য ঘোষণা।

সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদান করার প্রয়োজন নেই।

বিধি-৩কক: মূল্য ঘোষণা দাখিলের দায় হইতে অব্যাহতি।

সরকার কোন পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে উক্ত পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। যেমন: মাঝে মাঝে সরকার চিনি, ভোজ্য তেল ইত্যাদি পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। এ সকল পণ্যের ক্ষেত্রে উক্তরূপে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য থেকে পশ্চাদগণনা (Back Calculation) করে মূসকযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

বিধি-৩খ: অভিন্ন মূল্যে উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক কর্তৃক পণ্য সরবরাহ পদ্ধতি:

(১) মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হবে; ঘোষণায় পণ্যের চূড়ান্ত সরবরাহ পর্যন্ত সকল ব্যয় অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে।

(২) মুদ্রিত অভিন্ন মূল্যে সারাদেশে পণ্য সরবরাহ করতে হবে।

(৩) পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত মূল্যের পাশে বা নিচে বা উপরে ”মূসক পরিশোধিত” বা (VAT Paid) লিখতে হবে।

(৪) নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র বা পরিবেশক বা ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়কালে ”মূসক-১১” চালানে ”উৎসে সমুদয় মূসক পরিশোধিত” মর্মে সিল প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন: অভিন্ন মূল্য কি?

কোনো পণ্য সারাদেশে একই মূল্যে বিক্রয় করাকে অভিন্ন মূল্য বলে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে এর অনুমতি দেয়া হয়। এরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে খুচরা স্তর পর্যন্ত সমুদয় মূসক উৎপাদনস্তরে আদায় করা হয়। আর কোথাও মূসক পরিশোধ করতে হয় না।

বিধি-৪ঃ টার্ণওভার কর প্রদান:

(১) বার্ষিক টার্ণওভারের পরিমাণ ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকার নিম্নে হলে ৩% হারে টার্ণওভার কর প্রদান করতে হবে।

বাধ্যতামূলক ভ্যাট কি?

তবে, কতিপয় পণ্য সরবরাহকারী ও সেবা প্রদানকারী তাদের বার্ষিক টার্ণওভারের পরিমাণ ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকার নিম্নে হলেও ৩% হারে টার্ণওভার কর প্রদানের সুবিধা পাবে না। তাদের বার্ষিক টার্ণওভারের পরিমাণ যা-ই হোক না কেনো ১৫% হারে বা সংকূচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। এই ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক ভ্যাট বলে। (পৃষ্ঠা-২৬৩)

(২) (ক) টার্ণওভার কর প্রদান করতে হলে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট তালিকাভুক্ত হতে হবে।

(খ) "মূসক-৬" ফরমে আবেদন করতে হবে।

(গ) বিভাগীয় কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হলে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে তালিকাভুক্ত করে "মূসক-৮" ফরমে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

(২ক) তালিকাভুক্তির তারিখ হতে পরবর্তী প্রত্যেক বছরের প্রথম ৩০ দিনের মধ্যে ফরম "মূসক-২খ" এ ঘোষণা প্রদান করতে হবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা অনুমোদন করবেন। ঘোষণা সংশোধন করতে হলে এই সময়ের মধ্যে শুনানী নিয়ে সংশোধিত ঘোষণা অনুমোদন করবেন।

বি: দ্রঃ টার্ণওভার করের ঘোষণা প্রদানের ক্ষেত্রে পঞ্জিকা বর্ষ অনুসরণ করা হয় না। তালিকাভুক্তির তারিখ থেকে ১ বছর সময় গণনা করা হয়।

(৩) তালিকাভুক্ত হওয়ার তারিখ থেকে টার্ণওভার কর প্রদান করতে হবে।

(৪) টার্ণওভার কর মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করা যাবে।

বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করতে হলে তালিকাভুক্ত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ১/১১৩৩/০০০০/০৩১৩ খাতে টার্ণওভার কর জমা প্রদান করতে হবে। পরবর্তী বছর একইভাবে ঘোষণা অনুমোদন হওয়ার পর বার্ষিক এককালীন টার্ণওভার কর পরিশোধ করতে হবে। বছরে একবার ”মূসক-৪” ফরমে দাখিলপত্র প্রদান করতে হবে।

(৫) মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করতে হলে তালিকাভুক্ত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ১২ ভাগের ১ ভাগ জমা প্রদান করতে হবে। পরবর্তী প্রতি মাসের ১৫ দিনের মধ্যে মাসিক টার্ণওভার কর প্রদান করতে হবে। পরবর্তী বছর একইভাবে ঘোষণা অনুমোদন হওয়ার পর প্রতি মাসের টার্ণওভার কর জমা দিতে হবে। প্রতি মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিলপত্র সার্কেলে পেশ করতে হবে।

ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টার্ণওভার কর প্রদান করতে হলে তালিকাভুক্ত হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগ টার্ণওভার কর পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি ৩ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগ টার্ণওভার কর পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছর একইভাবে ঘোষণা অনুমোদন হওয়ার পর প্রতি ৩ মাসের টার্ণওভার কর জমা দিতে হবে। প্রতি ৩ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে দাখিলপত্র প্রদান করতে হবে।

(১৩ক) নির্ধারিত টার্ণওভার কর জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হবে। এই মামলার বিচার করবেন বিভাগীয় কর্মকর্তা। তিনি সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদন্ড আরোপ করতে পারবেন। তাছাড়া, অনাদায়ী পরিমাণের উপর মাসিক ২% হারে সরল সুদ প্রদান করতে হবে।

(১৪) টার্ণওভার বকেয়া হলে তা ধারা-৫৬ এর বিধান মোতাবেক আদায় করা হবে।

(১৫) টার্ণওভার কর রিফান্ড (ফেরৎ) সংক্রান্ত বিষয় ধারা-৬৭ অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে।

(১৬) হিসাবরক্ষণ: টার্ণওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান মূসক চালানপত্র ব্যবহার করবে না। তারা নিজস্ব বিক্রয় ক্যাশমেমো ব্যাবহার করবে। তবে, নিজস্ব ক্যাশমেমোতে টার্ণওভার করের আওতায় তালিকাভুক্তি নম্বর উলেখ করতে হবে। আর, ফরম "মূসক-১৭ক" তে লেনদেনের হিসাব রাখতে হবে (পৃষ্ঠা-২১৭)।

টার্ণওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান নিম্নের দলিলাদি সংরক্ষণ করবে:

১। মূল্য ঘোষণা (মূসক-২খ)

২। নিজস্ব বিক্রয় ক্যাশমেমো

৩। "মূসক-১৭ক" তে লেনদেনের হিসাব

৪। দাখিলপত্র (মূসক-৪)

৫। ট্রেজারী চালান

৬। বাণিজ্যিক দলিলাদি।

(১৭) . . .

(১৮) টার্ণওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত হওয়ার পর যে কোনো সময় বার্ষিক টার্ণওভার ৬০ লক্ষ টাকা বা তার অধিক হলে তাকে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হওয়ার জন্য "মূসক-৬" ফরমে আবেদন দাখিল করতে হবে। বার্ষিক ৬০ লক্ষ টাকা বিবেচনা করা হবে বছরের অংশবিশেষের আনুপাতিক হারে নয়, বরং বছর হিসাবে। অর্থাৎ তিন মাস সময়ে যদি ১৫ লক্ষ টাকা টার্ণওভারের পরিমাণ হয়, তাহলে ইহা মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হওয়ার কারণ হিসাবে বিবেচ্য হবে না। তালিকাভুক্ত হওয়ার পর ১ বছরের মধ্যে যে কোনো সময় ৬০ লক্ষ টাকা টার্ণওভার হলে, বা টার্ণওভার ৬০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে, তাকে মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হওয়ার জন্য ৩০ দিনের মধ্যে [উপবিধি-৯(২)] আবেদন করতে হবে।

বিধি-৫: মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান:

বিধি-৬: কমিশনার কর্তৃক অন্যান্য কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ:

কমিশনার অন্যান্য কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

বিধি-৭ঃ উৎপাদনস্থল, সেবাপ্রদানস্থল, ব্যবসায়স্থল, আবাসস্থল এবং যানবাহন পরিদর্শন, তলাশী ও আটকঃ

(১) সহকারী কমিশনার বা তার উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা বা তাদের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা পরিদর্শন, তলাশী ও আটক করতে পারবেন।

শর্তঃ উক্ত কর্মকর্তা তাঁর পরিচিতিপত্র (Identity Card) সঙ্গে বহন করবেন এবং প্রয়োজনে উহা প্রদর্শন করবেন।

(২) যানবাহন তলাশী করে চালান এবং পণ্য সঠিক পাওয়া গেলে চালানপত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় তলাশীর সময়, তারিখ ও স্থান উলেখপূর্বক মূসক কর্মকর্তা স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করে যানবাহন ছেড়ে দিবেন।

(৩) যানবাহন তলাশী করে চালান এবং পণ্য সঠিক পাওয়া না গেলে ”মূসক-৫” ফরমে একটি রসিদ প্রদান করে, মূসক কর্মকর্তা যানবাহন ও পণ্য/সেবা আটক করবেন। উপবিধি (৪) অনুসারে তলাশী, আটককারী কর্মকর্তাকে পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে অথবা বিলম্বের কারণ উলেখপূর্বক পরবর্তী ২ কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে বা আটক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(৩ক) পণ্যের মালিক এবং যানবাহনের মালিক যদি একই হন এবং তিনি যদি মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হন, তাহলে পণ্য এবং যানবাহন আটক করা যাবে না - ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে দেয়ার পূর্বে ”মূসক-৫ক” এর দুই কপিতে সরবরাহকারীর স্বাক্ষর নিতে হবে। পরিচয়পত্র, চালানপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র আটক করতে হবে। ”মূসক-৫ক” এর একটি কপি সরবরাহকারীকে প্রদান করে পণ্য এবং যানবাহন ছেড়ে দিতে হবে। অত:পর দলিলাদির ভিত্তিতে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে হবে। তবে, মৌসূমী ইটভাটার ইট পরিবহনকারী গাড়ী এবং ইটের মালিক এক হলে এই বিধানমতে ছাড় দেয়া যাবে না, বরং আটক করতে হবে।

(৩খ) পণ্য ও যানবাহন আটক করা হলে যানবাহনের মালিক যানবাহন জিম্মায় নেয়ার জন্য বিচারকারী কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করতে পারবেন। ”মূসক-৫ক” ফরমে অংগীকারনামা প্রদান করতে হবে। বিচারকারী কর্মকর্তা যখন, যেখানে হাজির করতে বলবেন, তখন সেখানে যানবাহনটি হাজির করবেন মর্মে অংগীকারনামা প্রদান করতে হবে। তাহলে, বিচারক আবেদনপ্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে যানবাহন ছাড় প্রদান করবেন।

(৪) তলাশী, আটককারী কর্মকর্তাকে পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে অথবা বিলম্বের কারণ উলেখপূর্বক পরবর্তী ২ কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে বা আটক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

বিধি-৮: নমুনা সংগ্রহ:

মূসক কর্মকর্তা চাইলে পণ্য বা উপকরণের নমুনা সরবরাহ করতে হবে। মূসক কর্মকর্তা ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে নমুনা ফেরৎ প্রদান করবেন।

শর্তসমূহ: কার্যসম্পাদন না হলে অতিরিক্ত ৩০ দিন রাখা যাবে।

সর্বমোট ৪৫ দিনের মধ্যে নমুনা ফেরৎ দিতে হবে।

বিধি-৯:নিবন্ধন পদ্ধতি:

(১) বার্ষিক টার্ণওভার ৬০ লক্ষ টাকা হলে, বা হবে বলে প্রাক্কলন করলে ”মূসক-৬” ফরমে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট নিবন্ধনের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।

(২) টার্ণওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তির টার্ণওভার বছরে ৬০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধনের আবেদন করতে হবে।

(৩) ব্যবসায় শুরুর পূর্বে বার্ষিক টার্ণওভার ৬০ লক্ষ টাকা হবে বলে মনে করলে নিবন্ধনের আবেদন করতে হবে।

(৪) একটি অঙ্গনে একটিমাত্র মূসক নিবন্ধন নং প্রয়োজন হবে। তা পণ্য বা সেবা প্রদান যত বেশি সংখ্যা বা পরিমাণের হোক না কেনো। পণ্য সরবরাহ, সেবা প্রদান, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি অঙ্গনে একটিমাত্র নিবন্ধনপত্র প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনে মূসক নিবন্ধনপত্রে (Tax Payers Type) পরিবর্তন করতে হবে।

(৫) নিবন্ধনের আবেদনের সাথে অর্থাৎ ”মূসক-৬” ফরমের সাথে ”মূসক-৭” ফরমে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হবে।

বিধি-১০: স্বেচ্ছা নিবন্ধন:

যে কোনো অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী স্বেচ্ছায় মূসকের আওতায় নিবন্ধন নিতে পারবেন।

বিধি-১১: নিবন্ধনপত্র প্রদান:

(১) নিবন্ধনের আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে দুই কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তা ”মূসক-৮” ফরমে নিবন্ধনপত্র প্রদান করবেন।

(১ক) নিবন্ধনপত্র প্রদানের পর তদন্তে অসত্য তথ্য দেয়া হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলে বিভাগীয় কর্মকর্তা শুনানী গ্রহণ করে নিবন্ধনপত্র বাতিল করতে পারবেন।

(২) আমদানি নিবন্ধনপত্র প্রদান করতে না পারলে অংগীকারনামা প্রদান করতে হবে যে, এত দিনের মধ্যে আমদানী নিবন্ধনপত্র প্রদান করবো। তাহলে বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্তরূপ অংগিকারের ভিত্তিতে মূসক নিবন্ধনপত্র প্রদান করবেন।

(৩) মূসক নিবন্ধন গ্রহণের পর নতুন কোনো ব্যাংক হিসাব খোলা হলে ১৪ দিনের মধ্যে মূসক কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

বিধি-১২: ব্যবসায়ের স্থান বা পরিস্থিতির পরিবর্তন:

(১) ব্যবসায়ের স্থান বা পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হলে, পরিবর্তনের ১৪ কার্যদিবস পূর্বে ”মূসক-৯” ফরমে আবেদন করতে হবে। সকল বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।

[সাধারণত: পরিবর্তন হতে পারে স্থানের। অর্থাৎ এক স্থান থেকে প্রতিষ্ঠানটি অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে। অথবা নতুন কোনো কার্যক্রম যোগ করা হয়েছে। যেমন: আমদানি-রপ্তানি যোগ করা হয়েছে ইত্যাদি।]

(২) কাজ বন্ধ রাখতে চাইলে ২৪ ঘন্টা পূর্বে সার্কেল অফিসকে জানাতে হবে। ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেল অফিসের কর্মকর্তা Stock নিবেন এবং তদন্ত করে বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে রিপোর্ট প্রদান করবেন।

শর্ত: সাময়িক বন্ধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সার্কেল অফিসকে জানাতে হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে সার্কেল অফিস তদন্ত ও হিসাব গ্রহণ করবেন।

(৩) বন্ধ রাখার পর পুনরায় আরম্ভ করতে চাইলে ২৪ ঘন্টা পূর্বে ভ্যাট অফিসকে জানাতে হবে।

বিধি-১৩: নিবন্ধনপত্র ইত্যাদি প্রদর্শন:

নিবন্ধনপত্র, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার ইত্যাদি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে বাঁধানো বা সাঁটানো অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে। পরিচিতিমূলক সাইনবোর্ড বা নাম ফলকে নিবন্ধন সংখ্যা এমনভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে যেন সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

বিধি-১৪: কমিশনার কর্তৃক নিবন্ধনপত্র পরিবর্তন বা সংশোধন:

কমিশনার যে কোনো সময় নিবন্ধনপত্র সংশোধনের জন্য উহা দাখিল করার নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

বিধি-১৫: নিবন্ধন বাতিলকরণ:

(১) নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য ”মূসক-১০” ফরমে আবেদন করতে হবে। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করা যায়।

(ক) পণ্য উৎপাদন, সেবা প্রদান, আমদানি বা রপ্তানী কাজ হতে বিরত হওয়া;

(খ) এ যাবৎ যে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদান করা হতো তা মূসকযোগ্য ছিল। তা যদি মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত হিসাবে ঘোষিত হয়।

(গ) নিবন্ধিত হয়েছে কিন্তু কাজ শুরু করতে পারেনি;

(ঘ) স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত ব্যক্তির বার্ষিক টার্ণওভার ৬০ লক্ষ টাকার কম হওয়া।

(ঙ) যে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির বার্ষিক টার্ণওভার ৬০ লক্ষ টাকার কম হওয়া।

(২) রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তের পর, বিভাগীয় কর্মকর্তা ২ বার নোটিশ প্রদান করে নিবন্ধন বাতিল করবেন।

(৩) উক্ত ব্যক্তি সকল কার্যক্রম বন্ধ করবেন।

(৪) বাতিলের ৩০ দিনের মধ্যে সকল বকেয়া পরিশোধ করে একটি চূড়ান্ত দাখিলপত্র প্রদান করতে হবে।

বিধি-১৬: করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ ও রপ্তানির ক্ষেত্রে চালানপত্র প্রদান:

(১) প্রতিটি সাধারণ সরবরাহের ক্ষেত্রে "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। আইন পরামর্শক, ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা, কোচিং সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং বেসরকারী মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্ষেত্রে "মূসক-১১ঘ" চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। মূসক চালানপত্রে দ্বি-মুখী কার্বন ব্যবহার করতে হবে এবং ৩ কপি প্রস্তুত করতে হবে। প্রথম কপি পণ্যের সাথে পণ্যের গন্তব্যস্থল পর্যন্ত রাখতে হবে। দ্বিতীয় কপি ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেলে পাঠাতে হবে। তৃতীয় কপি চালানপত্র পুস্তকে ৬ বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

শর্ত: যান্ত্রিক নৌযান বা মোটরযান অর্থাৎ যে সকল যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন করাতে হয়, সে সকল যানবাহনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করানোর সময় মূল মূসক চালান দাখিল করতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত: কোনো ব্যাবসায়ী যখন অনিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট বিক্রি করবেন, তখন তিনি "মূসক-১১ক" ইস্যু করবেন। দ্বিতীয় কপি চালানপত্র পূস্তকে সংরক্ষণ করবেন। কোনো কপি সার্কেলে পাঠাতে হবে না।

(২) পণ্য নিজে ভোগ করলে বা কর্মকর্তা-কর্মচারী বা অন্য কাউকে প্রদান করলে, সারাদিনের শেষে "মূসক-১১" ফরমে একটি চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। চালাপত্রের মূল ও তৃতীয় কপি নিবন্ধিত অঙ্গনে সংরক্ষণ করতে হবে। দ্বিতীয় কপি ৭২ ঘন্টার মধ্যে সার্কেলে পাঠাতে হবে।

(৩) রপ্তানির ক্ষেত্রে "মূসক-১১" ইস্যু করতে হবে। প্রথম কপি পণ্যের সাথে, দ্বিতীয় কপি ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেলে পাঠাতে হবে। তৃতীয় কপি ৬ বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ অনেক রপ্তানিকারক "মূসক-১১" চালান ইস্যু না করার ফলে পরবর্তীতে জটিলতার সম্মুখিন হন। তাই, সময়মত "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করুন, ঝামেলামুক্ত থাকুন।

(৩ক) কম্পিউটারের মাধ্যমে চালানপত্র প্রস্তুত করতে হলে কমিশনারের অনুমতি নিতে হবে।

(৩খ) প্রয়োজনে নিজস্ব ফরম্যাটে চালানপত্র ইস্যু করা যাবে। সেক্ষেত্রে "মূসক-১১" ফরমের তথ্যাদি অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আপনার প্রয়োজনে এর অতিরিক্ত কোনো তথ্য আপনি সংযুক্ত করতে পারেন। নিজস্ব ফরম্যাটের ঘরসমূহ "মূসক-১১" ফরমের মত করে রাখতে হবে।

(৩গ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের মালিক "মূসক-১১গ" ফরম ব্যবহার করে পণ্যের উপকরণ চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের কাছে পাঠাবেন। দ্বিতীয় অনুলিপি নিজে সংরক্ষণ করবেন।

(৩ঘ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক পণ্য উৎপাদনের পর "মূসক-১১" ফরম ব্যবহার করে পণ্যের মালিকের নিকট পণ্য পাঠাবেন। দ্বিতীয় অনুলিপি ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেলে পাঠাবেন। তৃতীয় অনুলিপি নিজে সংরক্ষণ করবেন।

(৪) "মূসক-১১খ" ফরম হলো মূসক কর্মকর্তাদের জন্য।

চালানপত্র মোট ৪ টি:

মূসক-১১: সাধারণ ক্ষেত্রে;

মূসক-১১ক: ব্যবসায়ী কর্তৃক অনিবন্ধিত ব্যক্তিকে সরবরাহের ক্ষেত্রে;

মূসক-১১গ: চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের সময় উপকরণ প্রেরণের ক্ষেত্রে;

মূসক-১১ঘ: আইন পরামর্শক, ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা, কোচিং সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং বেসরকারী মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্ষেত্রে।

বিধি-১৭: সেবা প্রদান বা সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে চালানপত্র প্রদান:

(১) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে "মূসক-১১" ফরমে ৩ কপি চালানপত্র ইস্যু করবেন। ১ম কপি সেবার সাথে পাঠাতে, ২য় কপি ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেলে, ৩য় কপি চালানপত্র পুস্তকে সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) পট বা ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের সময় "মূসক-১১" চালান এবং ট্রেজারী চালান দাখিল করতে হবে।

(২ক) কম্পিউটারের মাধ্যমে "মূসক-১১" চালান প্রস্তুত করতে হলে কমিশনারের অনুমতি নিতে হবে।

(২খ) প্রয়োজনে নিজস্ব ফরম্যাটে চালানপত্র ইস্যু করা যাবে। সেক্ষেত্রে "মূসক-১১" ফরমের তথ্যাদি অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আপনার প্রয়োজনে এর অতিরিক্ত কোনো তথ্য আপনি সংযুক্ত করতে পারেন। নিজস্ব ফরম্যাটের ঘরসমূহ "মূসক-১১" ফরমের মত করে রাখতে হবে।

বিধি-১৭ক: ক্রেডিট নোট ও ডেবিট নোট:

(১) চালানপত্র বাতিল করার প্রয়োজন হলে,

পণ্য বা সেবা ফেরৎ আসলে,

চালানপত্রে ভুলক্রমে প্রদেয় মূসকের চেয়ে বেশি মূসক লেখা হলে, সেক্ষেত্রে

চালানপত্রটি বাতিল করে প্রদেয় মূসক চলতি হিসাব বা দাখিলপত্রে সমন্বয় করার জন্যে "মূসক-১২" ফরমে একটি ক্রেডিট নোট ইস্যু করবেন। পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে ক্রেডিট নোটের একটি অনুলিপি সার্কেলে প্রেরণ করবেন।

শর্ত:

(ক) পণ্য বা সেবা ৯০ দিন পর ফেরৎ আসলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না।

(খ) পণ্য বা সেবার গুণগত মাণ খারাপ হওয়ার কারণে উহা ফেরৎ আসলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না।

(২) প্রদেয় মূসকের চেয়ে কম মূসক প্রদত্ত হলে চালানপত্রটি বাতিল করে "মূসক-১২ক" ফরমে একটি ডেবিট নোট ইস্যু করতে হবে। পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেলে পাঠাতে হবে।

বিধি-১৮: আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে চালানপত্র প্রদান:

(১) বিল-অব-এন্ট্রি চালানপত্র হিসাবে বিবেচিত।

(২) বাণিজ্যিক আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়কালে "মূসক-১১" ফরমে ৩ প্রস্থে চালানপত্র প্রস্তুত করবে। ১ম কপি পণ্যের ক্রেতাকে, ২য় কপি ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেলে, এবং ৩য় কপি নিজ ব্যবসায়স্থলে সংরক্ষণ করবেন।

(৩) কমিশনারের অনুমতি নিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে চালানপত্র প্রস্তুত করা যাবে।

বিধি-১৮ক: সরবরাহ গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন:

(১) নিম্নবর্ণিত দপ্তর প্রতিষ্ঠানসমুহ ৩৫ টি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করবে।

(ক) সরকারী, আধাসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।

(খ) এনজিও।

(গ) ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, বা অন্যকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

(ঘ) লিমিটেড কোম্পানী; বা

(ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৩৫ টি সেবার তালিকা ৭৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। উপরে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমুহকে উৎসে মূসক কর্তনকারী বলা হয়।

(২) . . . . . .

(৩) সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুদয় প্রযোজ্য মূসক উৎসে কর্তন করিবে।

বিধি-১৮খ: উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন কর এর প্রত্যয়নপত্র:

(১) উৎসে মূসক কর্তনের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারী কোষাগারে উহা জমা প্রদান করতে হবে। ট্রেজারী চালানে উৎসে মূসক কর্তনকারী দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান যে মূসক কমিশনারেটের আওতায় সে কমিশনারেটের কোড ব্যবহার করতে হবে।

(২) জমা দেয়ার পর ৫ কার্যদিবসের মধ্যে ফরম ”মূসক-১২খ”তে তিন কপি প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত করতে হবে। ১ম কপি ট্রেজারী চালানের মূলকপিসহ উৎসে কর্তনকারীর স্থানীয় মূসক সার্কেল অফিসে পাঠাতে হবে। ২য় কপি ট্রেজারী চালানের ফটোকপিসহ সেবা সরবরাহকারীর বরাবরে পাঠাতে হবে। ৩য় কপি তিনি ৬ বছর সংরক্ষণ করবেন।

(৩) উৎসে মূসক কর্তনকারী তার পরবর্তী দাখিলপত্রের ৫ নং ক্রমিকে উক্ত অর্থ প্রদর্শন করবেন। সেবা সরবরাহকারী যখন ”মূসক-১২খ” পাবেন, সে কর মেয়াদের দাখিলপত্রে বা তার পরের কর মেয়াদের দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে উহা উলেখ করবেন।

বিধি-১৮গঃ আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর অগ্রিম আদায়ঃ

(১) যারা কোনো পণ্য আমদানি করে, এর কোনো পরিবর্তন না করে বিক্রি করে তাদেরকে বাণিজ্যিক আমদানিকারক বলে। এমন আমদানির ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ের ট্রেড ভ্যাট আমদানি পর্যায়েই অগ্রিম আদায় করা হবে।

(২) আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম মূসকের পরিমাণ ৩%। মূসক আরোপের ভিত্তি হবে নিম্নরূপঃ

ATV: Assessable Value

+ CD

+ SD (যদি থাকে)

+ RD (if applicable) = যা হয় এর ওপর X 20% হিসাব করে পূর্বের এ্যামাউন্টের সাথে যোগ করতে হবে। এর ওপর X 3% = ATV (অর্থাৎ ATV এর ভিত্তির মধ্যে মূসক এবং এআইটি অন্তর্ভূক্ত হবে না।)

উদাহরণ নিম্নরূপঃ

Assessable Value: 10,000.00

+ 2,000.00 (CD)

+ 3,600.00 (SD) = 15,600.00 X 20% = 3,120.00.

15,600.00 + 3,120.00 = 18,720.00 x 3% = **561.60 ATV**.

(৩) আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ৩% ATV আমদানিকারক তার দাখিলপত্রের ১২ ক্রমিকে লিখে সমন্বয় করে নেবেন।

(৪) ATV আদায় করার কর মেয়াদে অথবা তার পরবর্তী কর মেয়াদে এই সমন্বয় করা যাবে।

বিধি-১৮ঘ (বিলুপ্ত)।

বিধি-১৮ঙ: বিবিধ ফি, রয়্যালটি, চার্জ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন:

(১) এই বিধির অধীনে উৎসে কর্তনকারী হলো:

সরকারী দপ্তর
আধাসরকারী দপ্তর
স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও
লিমিটেড কোম্পানী।

(ক) উপরে বর্ণিত দপ্তরসমূহ যখন কোনো লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিট ইত্যাদি প্রদান করবে বা নবায়ন করবে, তখন গ্রহীতার নিকট থেকে ফী'র ওপর আরো ১৫% মূসক উৎসে আদায় করবে।

(খ) রাজস্ব বন্টন (Revenue Sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্যকোনোভাবে প্রাপ্ত অর্থো ওপর উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে।

(২) পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং টেলিফোন সংযোগ নেয়ার সময় সংযোগ ফি'র ওপর ১৫% মূসক উৎসে আদায়/কর্তন করতে হবে।

বিধি-১৯ঃ উপকরণ কর রেয়াত পদ্ধতিঃ

(১) উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে।

(১ক) তবে, ৮০ শতাংশ রেয়াত নেয়া যাবেঃ

বীমা,

গ্যাস ও

বিদ্যুৎ - এর ওপর পরিশোধিত মূসক।

আর ৬০ শতাংশ রেয়াত নেয়া যাবেঃ

টেলিফোন,

টেলিপ্রিন্টার,

ফ্যাক্স,

ইন্টারনেট,

ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স,

ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট,

ওয়াসা,

অডিট ও এ্যাকাউন্টিং ফার্ম,

যোগানদার,

সিকিউরিটি সার্ভিস,

আইন পরামর্শক,

পরিবহন ঠিকাদার ও

ঋণপত্র সেবা ওপর পরিশোধিত মূসক।

(২) উপকরণ ক্রয়ের স্বপক্ষে মূসক চালান বা বিল-অব-এন্ট্রি থাকতে হবে। মূসক চালান বা বিল-অব-এন্ট্রিতে ক্রেতার মূসক নিবন্ধন সংখ্যা লেখা থাকতে হবে। সমুদয় উপকরণ ক্রেতার অঙ্গনে প্রবেশ করতে

হবে। উপকরণ ক্রয় রেজিষ্টারে এন্ট্রি দিতে হবে। অত:পর চলতি হিসাবের ৭ নং কলামে লেখে এবং ৯ নং কলামে যোগ করে রেয়াত নিতে হবে।

(২ক) পণ্যের ক্ষেত্রে রেয়াতঃ চলতি হিসাবের ৯ নং কলামে স্থিতি লিখতে হবে। প্রদেয় বিয়োগ করতে হবে। ক্রমান্বয়ে প্রদেয় বিয়োগ করতে হবে এবং রেয়াত যোগ করতে হবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি যদি করযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য একই অঙ্গনে তৈরী করেন, তাহলে উপরকণ আগমনের পর তিনি সম্পূর্ণ উপকরণের ওপর রেয়াত নিয়ে নেবেন। সারা মাস শেষে যে পরিমাণ অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে তা হিসাব করে পূর্বে নেয়া রেয়াত চলতি হিসাবের প্রদেয় কলামে লিখে সমন্বয় করতে হবে। দাখিলপত্রের ৫ নং কলামে উহা প্রদর্শন করতে হবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি যদি করযোগ্য এবং রপ্তানিতব্য পণ্য একই অঙ্গনে তৈরী করেন, তাহলে উপরকণ আগমনের পর তিনি সম্পূর্ণ উপকরণের ওপর মূসক রেয়াত নিয়ে নেবেন। সারা মাস শেষে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে তা হিসাব করে এর ওপর আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূসক, আবগারী শুল্ক, রেগুলেটরী ডিউটি, অন্যান্য শুল্ক ও কর (অগ্রিম আয়কর ব্যতীত) চলতি হিসাবের) রেয়াত কলামে লিখে রেয়াত নেবেন। দাখিলপত্রের ৯ নং কলামে উহা প্রদর্শন করতে হবে অর্থাৎ রেয়াত নিতে হবে।

(৫) সেবার ক্ষেত্রে রেয়াতঃ চলতি হিসাবের ৯ নং কলামে স্থিতি লিখতে হবে। প্রদেয় বিয়োগ করতে হবে। ক্রমান্বয়ে প্রদেয় বিয়োগ করতে হবে এবং রেয়াত যোগ করতে হবে।

(৫ক) করযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র করযোগ্য সেবার উপকরণের ওপর মূসক রেয়াত পাবে।

(৫খ) করযোগ্য সেবা প্রদান করলে এবং একইসাথে সেবা রপ্তানি করলে রপ্তানিকৃত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের ওপর প্রদেয় আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূসক, রেগুলেটরী ডিউটি, অন্যান্য শুল্ক ও কর (অগ্রীম আয়কর ব্যতীত) রেয়াত/সমন্বয় করতে পারবেন।

(৬) কুটির শিল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, টার্ণওভার কর প্রদানকারী এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী রেয়াত পাবেন না।

(৭) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক যদি অতিরিক্ত উপকরণ ব্যবহার করে, এবং তা যদি ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে রেয়াত পাবেন।

বিধি-২০ (বিলুপ্ত)।

বিধি-২১: আইন প্রবর্তনকালে মজুদ উপকরণের ওপর প্রদত্ত কর রেয়াত:

(১) কোনো পণ্য মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত ছিল। এখন মূসক আরোপযোগ্য হয়েছে। এই পণ্যের উপকরণ মজুদ আছে। এ ক্ষেত্রে কিভাবে রেয়াত নেবে। প্রথমে হিসাব করতে হবে যে, তার ২ মাসের গড় মজুদ উপকরণ মূল্য কত? এবং প্রকৃত মজুদ উপকরণের মূল্য কত? এর যেটি কম হয় তার ১০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ প্রথমেই এখন রেয়াত নিয়ে নেবে।

২ মাসের গড় মজুদ কিভাবে নির্ধারিত হবে?

(ক). . .

(খ) . .

(গ) . .

(ঘ) . .

(ঙ) . .

বর্তমানে এ ধরণের বিষয় সাধারণত: ঘটে না।

(২) নুতনভাবে কোনো পণ্য মূসকের আওতায় আসলে ৭ দিনের মধ্যে ”মূসক-১৫” ফরমে সার্কেলে আবেদন করতে হবে। রাজস্ব কর্মকর্তা মজুদ যাচাই করে প্রতিবেদন দেবে। একটি কপি নিবন্ধিত ব্যক্তিকে প্রদান করবে। নিবন্ধিত ব্যক্তি এর ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে রেয়াত নেবে।

(৩) এরপর বিভাগীয় কর্মকর্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রেয়াতের চূড়ান্ত পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। সে অনুযায়ী পূর্বে নেয়া রেয়াত প্রয়োজনে সমন্বয় করতে হবে।

বিধি-২২: হিসাবরক্ষণ:

(১).......

ক্রয়হিসাব পুস্তক: "মূসক-১৬"

বিক্রয় হিসাব পুস্তক: "মূসক-১৭"

চালানপত্র পুস্তক: "মূসক-১১" "মূসক-১১ক"

চলতি হিসাব পুস্তক: "মূসক-১৮"

মূল ট্রেজারী চালান ৩ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেলে পাঠাতে হবে।

(১ক) উক্ত হিসাবসমূহ কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যাবে। সেক্ষেত্রে কমিশনারের অনুমতি নিতে হবে।

(১খ) চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনকারী চুক্তিভিত্তিক পণ্য এবং নিজস্ব পণ্যের আলাদা হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

(২) হিসাব এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সহজেই নিরীক্ষা করা যায়।

(৩) বোর্ড ইসিআর বা কম্পিউটার বা সফটওয়্যার বা অন্যকোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার আদেশ দিতে পারবে।

বিধি-২৩: কর পরিশোধ:

(১) রেয়াত বাদ দিয়ে নীট পরিমাণ অর্থ ট্রেজারীতে জমা দিতে হবে।

(২) পণ্য বিক্রির সময় চলতি হিসাবে সমন্বয় করে মূসক পরিশোধ করতে হবে।

শর্ত: যে সকল সরবরাহকারী "মূসক-১১ক" ইস্যু করেন, তারা সারাদিন "মূসক-১১ক" ইস্যু করবেন। সারাদিন শেষে একবার প্রদেয় মূসক চলতি হিসাবে সমন্বয় করবেন। ব্যবসায়ী অনিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট বিক্রির ক্ষেত্রে "মূসক-১১ক" ইস্যু করে।

(৩) . . . . ..

(৪) বিক্রেতা চালানপত্রে মূসকসহ মূল্য বা মূসক বহির্ভূত মূল্য প্রদর্শন করতে পারে। মূসকসহ মূল্য প্রদর্শন করলে মোট মূল্যকে ১৫/১১৫ দিয়ে গুণন করলে ১৫% মূসকের পরিমাণ পাওয়া যায়।

বিধি-২৪: দাখিলপত্র পেশকরণ:

(১) কোনো কর মেয়াদ অর্থাৎ ইংলিশ ক্যালেন্ডার মাস শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র জমা দিতে হবে। দাখিলপত্র জমা দেয়ার ফরম হলো ”মূসক-১৯”। দাখিলপত্র ২ কপি সার্কেল অফিসে জমা দিতে হয়।

প্রথম শর্ত: ১৫ তারিখে যদি সরকারী ছুটি থাকে, তাহলে তার আগের কর্মদিবসে দাখিলপত্র জমা দিতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত: বীমা কোম্পানির ক্ষেত্রে দাখিলপত্র জমা দিতে হবে পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে। (বীমা কোম্পানীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাখা থেকে মূসকের হিসাব আসতে সময় লাগে, তাই ৫ দিন সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।)

(২) পণ্যের ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের সাথে চলতি হিসাবের মুল অনুলিপি জমা দিতে হবে।

(৩) সেবার ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের সাথে ট্রেজারী চালানের মূল কপি জমা দিতে হবে।

বিধি-২৫: দাখিলপত্রের পরীক্ষা:

(১) সংশ্লিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এবং সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা দাখিলপত্র পরীক্ষা করবেন। দাখিলপত্রে কোনো ভুলভ্রান্তি না থাকলে তারা উভয়ে সীল ও স্বাক্ষর করবেন। ১ কপি কমিশনারের দপ্তরে পাঠাবেন এবং ১ কপি নিবন্ধিত ব্যক্তিকে ফেরৎ দেবেন।

(২) কমিশনারের দপ্তরেও পরীক্ষা করা হবে।

(৩) পণ্য বা সেবা সম্পূর্ণ বা আংশিক রপ্তানি করলে, যদি প্রদেয় মূসকের চেয়ে রেয়াতের পরিমাণ বেশি হয়; তাহলে কমিশনার দাখিলপত্রের মূল অনুলিপিটি ৩০ দিনের মধ্যে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে পাঠাবেন (প্রত্যর্পণ দেয়ার জন্যে)। (বর্তমানে বাস্তবে এই পদ্ধতি কার্যকর নেই। বর্তমানে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে সরাসরি আবেদন করে প্রত্যর্পণ নিতে হয়।)

(৪) কোনো প্রতিষ্ঠান দাখিলপত্র দাখিল না করলে, সংশিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, দাখিলপত্র দাখিল করার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে, অর্থাৎ পরবর্তী মাসের ২২ তারিখের মধ্যে, সার্কেল কর্মকর্তার মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

বিধি-২৬: চূড়ান্ত দাখিলপত্র প্রদান:

চূড়ান্ত দাখিলপত্র নিবন্ধন বাতিল করার ৩০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হয়।

বিধি-২৭: রপ্তানি পদ্ধতি:

(১) রপ্তানি পণ্য মোড়কজাত করার পর, মোড়কের ওপর রপ্তানিকারকের নাম, মার্কা, বছরওয়ারী ক্রমিক সংখ্যা অমোচনীয় কালিতে লিখতে হবে। এবং মোড়কের ওপর অমোচনীয় কালিতে "রপ্তানির জন্য" সীল দিতে হবে।

(২) রপ্তানিতব্য পণ্যের পরীক্ষা, পণ্যের উৎপাদনস্থল বা অন্য কোনো অনুমোদিত স্থানে করানো যাবে। সেক্ষেত্রে -----

------ "মূসক-২০" ফরমে আবেদনপত্রের ৪ টি অনুলিপি এবং "মূসক-১১" চালানপত্রের মূল ও ২য় অনুলিপি পণ্য অপসারণের ২৪ ঘন্টা পূর্বে সার্কেলে পেশ করতে হবে।

----- এরপর রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত পণ্য পরীক্ষা করার আদেশ দিবেন। নির্দেশ পাওয়ার ১২ ঘন্টার মধ্যে তার অধীনস্ত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পণ্য চালান পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষা করে সঠিক পেলে তিনি প্রতিটি প্যাকেটে "মূল্য সংযোজন কর বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষিত" সীলমোহর করবেন।

------ তিনি আবেদনপত্র ও চালানপত্রের সকল কপিতে "পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে" মমে" সীল ও স্বাক্ষর করবেন। তিনি আবেদনপত্রের ১ম, ২য় ও ৩য় কপি এবং চালানপত্রের ১ম কপি রপ্তানিকারকের নিকট ফেরত দিবেন। আবেদনপত্রের ৪র্থ কপি এবং চালানপত্রের ২য় কপি তিনি সার্কেলে সংরক্ষণ করবেন। এভাবে পরীক্ষিত পণ্য রপ্তানি বন্দরে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করবেন।

(৩) উক্ত পণ্য বন্দরে পৌঁছাইলে শুল্ক কর্মকর্তা পরিদর্শন করে দেখবেন যে, সীলমোহর অক্ষত আছে কি-না। সঠিক পেলে তিনি রপ্তানির অনুমতি প্রদান করবেন। তিনি আবেদনপত্রের ১ম, ২য় ও ৩য় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপিতে "রপ্তানি সম্পন্ন হইয়াছে" মর্মে সীল দিয়ে স্বাক্ষর করবেন।

(৪) সহকারী কমিশনার বা তাঁর চেয়ে উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা উক্ত পণ্য পুনরায় পরীক্ষা করার নির্দেশ দিতে পারবেন।

(৫) রপ্তানিতব্য পণ্যের পরীক্ষা রপ্তানি বন্দরে সম্পন্ন করানো যাবে। সেক্ষেত্রে -----

----- চালানটি প্রস্তুত করে আবেদনপত্রের ৪ টি কপি এবং চালানপত্রের ২ টি কপি সার্কেলে দাখিল করতে হবে। সার্কেল কর্মকর্তার নির্দেশে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এই সকল কপিতে "পরীক্ষা রপ্তানী বন্দরে সম্পন্ন হইবে" মর্মে সীল ও স্বাক্ষর দিবেন। তিনি আবেদনপত্রের ৩ কপি এবং চালানপত্রের মূলকপি রপ্তানিকারকের নিকট ফেরৎ দিবেন। আবেদনপত্রের ৪র্থ কপি এবং চালানপত্রের ২য় কপি সার্কেলে সংরক্ষণ করবেন। এভাবে পণ্য রপ্তানি বন্দরে প্রেরণের অনুমতি দেবেন।

(৬) পণ্য বন্দরে পৌঁছানোর পর রপ্তানিকারক আবেদনপত্রের ১ম, ২য় ও ৩য় কপি এবং চালানপত্রের মূল কপি শুল্ক কর্মকর্তার নিকট পেশ করবেন। শুল্ক কর্মকর্তা চালানটি পরীক্ষা/পরিদর্শন করে সঠিক পেলে এই সকল কপিতে "রপ্তানি সম্পন্ন হইয়াছে" সীলমোহর ও স্বাক্ষর প্রদান করবেন। এভাবে রপ্তানির অনুমতি দেবেন।

(৭) রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার পর আবেদনপত্রের ২য় কপি বন্দরে সংরক্ষণ করতে হবে। আবেদনপত্রের মূল ও ৩য় কপি এবং চালানপত্রের মূল কপি রপ্তানিকারককে ফেরৎ দিতে হবে। রপ্তানিকারক ৭ কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনপত্রের ৩য় কপিটি সার্কেলে পেশ করবেন। সার্কেল নিশ্চিত হবে যে, ইতোপূর্বে প্রেরিত পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

(৮) ডাকযোগে রপ্তানির ক্ষেত্রেও উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(৯) তবে, নিম্নে বর্ণিত দু ধরণের রপ্তানির ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে না:

------ শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানি;

------ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা রপ্তানি।

(১০) . . . .

বিধি-২৮: রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ:

(১) রপ্তানি করলে উক্ত পণ্যের উপকরণের মধ্যে যে সকল শুল্ক-করাদি থাকে (এআইটি এবং গ্যাসের ওপর সম্পূরক শুল্ক ছাড়া) তা চলতি হিসাব থাকলে রেয়াত নিতে হবে। চলতি হিসাব না থাকলে, বা রেয়াত নেয়ার পরও প্রাপ্য অবশিষ্ট থাকলে, তাকে ডেডো অফিসে প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করতে হবে। এ জন্য তাকে একটি ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। (সাধারণ এ্যাকাউন্ট বা পূর্বের এ্যাকাউন্টে হবে কি?)।

(২) . . . . . এ পর্যন্ত কোনো "প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক" তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

বিধি-২৯: দাখিলপত্রের ভিত্তিতে রপ্তানি প্রত্যর্পণ:

দাখিলপত্রের ভিত্তিতে রপ্তানি প্রত্যর্পণ কার্যকর নেই। শুধুমাত্র আবেদনপত্রের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়।

বিধি-৩০: আবেদনপত্র দাখিলপূর্বক প্রত্যর্পণ গ্রহণ:

(১) রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে ডেডোতে ”মূসক-২২” ফরমে প্রত্যর্পণের আবেদন করতে হবে।

(২) সমহার ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ নেয়া যাবে। সমহারভিত্তিক প্রত্যর্পণ নিতে চাইলে সমহার নির্ধারণ করাতে হবে। প্রথম রপ্তানির পর, রপ্তানি বন্দরের শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রমাণিকৃত পণ্যের নমুনাসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ”মূসক-২৩” ফরমে ডেডো অফিসে দাখিল করতে হবে।

(৩) . . . . . .

(৪) . . . . . .

(৫) আবেদনপত্র পাওয়ার পর পরীক্ষা করে, সহগের ভিত্তিতে (input-output cooefficient) প্রত্যর্পণের পরিমাণ নির্ধারণ করে আবেদনকারীর ব্যাংকে চেক পাঠিয়ে দেয়া হবে। আবেদনকারীলে চিঠি দিয়ে অবহিত করা হবে।

(৬) চালান ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করতে চাইলে ”মূসক-২৪” ফরমে ডেডোতে আবেদন করতে হবে। (অধিকাংশ প্রত্যর্পণ চালানভিত্তিতে প্রদান করা হয়)।

(৭) আবেদন পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে ডেডো জরিপ করবে। জরিপ করে সহগ (input-output cooefficient) নির্ধারণ করবে।

(৮) মহাপরিচালক কোনো দলিলপত্র চাইলে তা ১৫ দিনের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে। অন্যথায় মহাপরিচালক প্রত্যর্পণের আবেদন বাতিল করে দিতে পারেন। তিনি দলিলাদি দাখিলের জন্য সময় বাড়াতে পারেন।

(৯) দলিলাদি পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে জরিপ সম্পন্ন করতে হবে।

(১) জরিপ সম্পন্ন হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে প্রত্যর্পণের চেক ব্যাংকে পাঠিয়ে দিতে হবে।

(১১) সমহার নির্ধারণের জন্য জরিপ করা যাবে। তখন প্রতিষ্ঠান সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

(১২) বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক প্রত্যর্পণ নিতে চাইলে তিনি নিজ দায়িত্বে প্রয়োজনীয় দলিলাদি উৎপাদকের নিকট থেকে সংগ্রহ করে ডেডোতে দাখিল করবেন। জরিপ কাজে উৎপাদনস্থলে যাবতীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

বিধি-৩১: (বিলুপ্ত)।

বিধি-৩১ক: স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান:

(১) বাংলাদেশে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, তার অনেক প্রকল্প বৈদেশিক অনুদান (Grant Assistance) বা ঋণের (Loan) অর্থ দ্বারা অর্থায়িত হয়। এ ধরণের প্রকল্পে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হয়। দরপত্রে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কেউ যদি পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে এবং যদি বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পায় তাহলে এই সরবরাহ রপ্তানি হিসাবে বিবেচিত হবে। এখানে মূসক পরিশোধ করতে হবে না। এবং উপকরণের ওপর পরিশোধিত শুল্ক-করাদি প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে। তবে নিম্নের শর্তসমূহ পরিপালন করতে হবে:

(ক) সরকারের সাথে দাতা সংস্থার আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক থাকতে হবে।

(খ) স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রে চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক উলেখ করতে হবে।

(গ) দরপত্র গ্রহীতা চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের সত্যায়িত কপি, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও সরবরাহ আদেশ বা ক্রয় আদেশের কপি মূসক দপ্তরে দাখিল করবে।

উদাহরণঃ ধরা যাক বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের এমন একটি প্রকল্পে বৈদ্যুতিক তার সরবরাহ করার জন্যে বাংলাদেশের কোনো কেবল ফ্যাক্টরী কার্যাদেশ পেয়েছে। উপরে বর্ণিত শর্তসমূহ পালন করলে, উক্ত কেবল ফ্যাক্টরী পণ্য সরবরাহ করার সময় ”মূসক-১১” চালান শূণ্য হারে ইস্যু করবে। তাহলে উৎপাদন পর্যায়ের মূসক প্রদান করতে হলো না। তিনি উপকরণের ওপর প্রদত্ত শুল্ক-করাদি প্রত্যর্পণ পাবেন।

(২) উপকরণের ওপর প্রদত্ত শুল্ক-করাদি দাখিলপত্রের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ নেয়া যাবে। [এখানে বিধি-১৯(৪) প্রাসঙ্গিক। উপকরণের ওপর প্রদত্ত শুল্ক-করাদি চলতি হিসাবের ”রেয়াত” কলামে লিপিবদ্ধ করে নেয়া যাবে এবং পরবর্তী দাখিলপত্রে প্রদর্শন করতে হবে।]

(৩) উপরের পদ্ধতিতে রেয়াত/প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা সম্ভব না হলে, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে আবেদন করে প্রত্যর্পণ নিতে হবে।

(৪) দাখিলপত্র বা আবেদনপত্রের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ নিতে হলে দরপত্রের অনুলিপি, দরপত্র গ্রহণের প্রমাণপত্র, কার্যসম্পাদনের নির্দেশনামা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রাপ্তির প্রমাণপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

বিধি-৩১খঃ (বিলুপ্ত)।

বিধি-৩২: অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান:

(১) কোনো প্রকৃত রপ্তানিকারক যিনি সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করেন তিনি অনেক সময় রপ্তানি পণ্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে উপকরণ ক্রয় করেন। এবং তিনি বৈদেশিক মুদ্রায় উক্ত উপকরণের মূল্য পরিশোধ করেন। এভাবে যিনি উপকরণ সরবরাহ করবেন, তার জন্য এই সরবরাহ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে। সরবরাহের ওপর মূসক পরিশোধ করা লাগবে না। এবং তিনি উপকরণ কর রেয়াত/প্রত্যর্পণ নিতে পারবেন।

উদাহরণ: গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে ফ্যাব্রিক্স সরবরাহ করা।

(২) উক্ত সরবরাহকারী চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে রেয়াত/প্রত্যর্পণ গ্রহণ করতে পারবেন।

(৩) চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে রেয়াত/প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা সম্ভব না হলে, তিনি শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে আবেদন করে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করবেন।

(৪) এরূপভাবে রেয়াত/প্রত্যর্পণ গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র, রপ্তানি ঋণপত্রের অনুলিপি (Mother L/C), ইউপি/ইউডি এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মুল্য প্রাপ্তির প্রমাণপত্র (PRC) সংযুক্ত করতে হবে।

(৫) এভাবে যে প্রকৃত রপ্তানিকারকের নিকট পণ্য/উপকরণ রপ্তানি করা হবে সে প্রকৃত রপ্তানিকারকের বন্ড লাইসেন্স থাকতে হবে। এবং তার ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) বা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশ (ইউডি) তে উক্ত পণ্য উলেখ থাকতে হবে।

(৬) প্রকৃত রপ্তানিকারক উক্ত উপকরণ দ্বারা তৈরীকৃত পণ্য রপ্তানি করবেন এবং সকল দলিলাদিতে উলেখ করবেন ও সংরক্ষণ করবেন।

(৭) ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত উপকরণ/পণ্য রপ্তানি করতে ব্যর্থ হলে গৃহীত রেয়াত/প্রতর্পণ সরকারকে ফেরৎ দিতে হবে।

বিধি-৩২কঃ পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শূণ্য কর হার ও প্রত্যর্পণের সুবিধাঃ

পশ্চাদ সংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান (Backward Linkage Industry) কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য নিম্নের শর্তাবলী পরিপালন করলে তা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য হবে। শর্ত আলোচনা করার পূর্বে পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান কি তা আলোচনা করা দরকার। এখানে তিনটি বিষয় একসাথে জানা দরকারঃ (১) প্রকৃত রপ্তানিকারক (Direct Exporter); (২) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক (Deemed Exporter); ও (৩) পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান (Backward Linkage Industry)।

প্রকৃত রপ্তানিকারকঃ প্রকৃত রপ্তানিকারক হলেন তিনি, যিনি সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করেন। যেমনঃ ভারটেক্স গার্মেন্টস লিঃ সরাসরি নেদারল্যান্ডে জিন্সের প্যান্ট রপ্তানি করে।

প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকঃ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হলেন তিনি, যিনি প্রকৃত রপ্তানিকারকের নিকট ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে রপ্তানি করেন। যেমনঃ আশা ফেব্রিক্স লিঃ ভারটেক্স গার্মেন্ট-এর নিকট ফেব্রিক্স রপ্তানি করেন।

পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠানঃ পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান হলেন তিনি, যিনি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের নিকট পণ্য রপ্তানি করেন। যেমনঃ এস, আর, ট্রেডিং লিঃ আশা ফেব্রিক্স লিঃ এর নিকট সুতা রপ্তানি করেন।

পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহ রপ্তানি হতে হলে নিম্নের শর্তসমূহ পালন করতে হবেঃ

(ক) ১০০% রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের নিকট রপ্তানি করতে হবে, যাদের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স রয়েছে।

(খ) সরবরাহকৃত পণ্যের বিপরীতে ইউপি/ইউডি থাকতে হবে। ইউপি/ইউডিতে ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ; মূসক নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।

(গ) ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ঋণপত্র, ইউপি/ইউডি থাকতে হবে।

(ঘ) প্রত্যর্পণের আবেদনের সাথে উপরে বর্ণিত দলিলাদিসহ বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সনদপত্র (পিআরসি), নিবন্ধনপত্রের ছায়ালিপি, মূসক চালানপত্র, উপকরণ আমদানির স্বপক্ষে বিল-অব-এন্টির মূল কপি বা মূসক চালান, এবং নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অংগিকারনামা দাখিল করতে হবে।

(ঙ) দাখিলপত্রে ইহা উল্লেখ করতে হবে এবং ছয় মাস অন্তর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

বিধি-৩৩: ডাকযোগে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ:

ডাকযোগে রপ্তানি করলেও একইভাবে রেয়াত/প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ”মূসক-২৫” ফরম দাখিল করতে হবে।

বিধি-৩৪ বিদেশগামী কোনো যানবাহনে বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ:

বিদেশগামী যানবাহনে খাদ্য বা অন্য কোনো সামগ্রী সরবরাহ দিলে তা রপ্তানি হিসাবে বিবেচিত হবে এবং প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে চুক্তির অনুলিপি বা ক্রয়াদেশ দাখিল করতে হবে। বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ ব্যতীত অন্যান্য জাহাজের ক্ষেত্রে পিআরসি দাখিল করতে হবে।

বিধি-৩৪ক: ফেরত (Refund) প্রদান:

ফেরৎ (রিফান্ড) বলতে কি বুঝায়?

কোনো কারণে ভুলবশত: যদি সরকারী খাতে বেশি অর্থ জমা হয়ে যায়, তাহলে উক্ত বেশি জমাকৃত অর্থ ফেরৎ নেয়াকে রিফান্ড বলে।

(১) রিফান্ড নিতে হলে জমা হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট বা শুল্ক ভবনের কমিশনারের নিকট "টিআর-৩১" ফরমে আবেদন করতে হয়।

শর্ত: তবে "টিআর-৩১" ফরম তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া না গেলে সাদা কাগজে আবেদন করা যাবে। এবং ১৫ দিনের মধ্যে "টিআর-৩১" ফরমে আবেদন দাখিল করে আবেদন নিয়মিত করতে হবে।

(২) বিভাগীয় কর্মকর্তা বা শুল্ক ভবনের কমিশনার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফেরৎ আবেদনটি অনুমোদন করিবেন। উক্ত অর্থ প্রকৃত জমা হয়েছে কি-না তা তিনি যাচাই করে নেবেন। অত:পর বিলটি প্রাক-নিরীক্ষার জন্যে কমিশনারের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। কমিশনারের দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা যাচাই করে প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক এক কপি জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বা প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বরাবরে এবং এক কপি বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন এবং এক কপি নিজ দপ্তরে সংরক্ষণ করবেন।

শর্ত: ফেরৎ প্রাপ্তির আবেদন ৯০ দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করতে হবে।

(৩) একটি রেজিষ্টারে তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

(৪) আবেদনকারীর যদি সরকারের নিকট মূসক প্রদেয় হয় এবং তার যদি চলতি হিসাব থাকে, তাহলে তিনি ফেরতের আবেদন করবেন না। তিনি চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রে উহা সমন্বয় করে নেবেন।

(৫) ট্রেজারি রুলস অনুসারে এসকল বিষয় নিস্পত্তি হবে।

বিধি-৩৪খ: সরকারের নিকট পাওনা সমন্বয়:

(১) নীট প্রদেয় ঋণাত্বক হলে অর্থাৎ প্রদেয় অপেক্ষা সরকারের নিকট পাওনা বেশি হলে দাখিলপত্রে জের টেনে যেতে হবে।

(২) পরবর্তী করমেয়াদে জের টানতে হবে।

(৩) ১২ মাস এভাবে জের টানার পরেও যদি সরকারের নিকট পাওনা থাকে; আর এই পরিমাণ যদি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার বেশি হয়, তাহলে রিফান্ডের আবেদন করা যাবে।

(৪) বিভাগীয় কর্মকর্তা ৬০ দিনের মধ্যে কমিশনার বরাবরে সুপারিশ করিবেন।

(৫) কমিশনার ৩০ দিনের মধ্যে রিফান্ড প্রদান করবেন অথবা রিফান্ড প্রদান করা সম্ভব না হলে তা তিনি আবেদনকারীকে জানিয়ে দেবেন।

বিধি-৩৫: বাজেয়াপ্তিকরণ ও অর্থদন্ড আরোপ:

এই বিধিমালার কোনো বিধান লংঘণ করলে মিনিমাম সমপরিমাণ এবং ম্যাক্সিমাম আড়াইগুণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং উক্ত পণ্য বা সেবা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

বিধি-৩৬: বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য সরকারের ওপর বর্তাইবে:

বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের মালিক হবে সরকার।

বিধি-৩৭: বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা।

কোনো পণ্য বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে যদি অর্থদন্ড আরোপ করে ছাড় নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে ৩ মাসের মধ্যে উহা ছাড় নিতে হবে। ছাড় না নিলে তা নিলাম করে বিক্রি করা হবে।

বিধি-৩৮ঃ আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি বা ব্যাখ্যা বা পরিপত্র জারির ক্ষমতাঃ

কোনো বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা-বিশেষণের প্রয়োজন হলে বোর্ড বা কমিশনার আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, ব্যাখ্যা বা পরিপত্র জারি করতে পারবে।

বিধি-৩৯ঃ পণ্য অপসারণের সময়সীমাঃ

যে কোনো সময় পণ্য সরবরাহ করা যাবে। তবে, কমিশনার প্রয়োজন মনে করলে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পণ্য অপসারণের সময়সীমা এবং বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারবেন।

বিধি-৪০ঃ অব্যবহৃত বা ব্যবহারের অনুপযোগী উপকরণের নিষ্পত্তিকরণঃ

(১) উপকরণ যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা নিষ্পত্তির জন্য ফরম ”মূসক-২৬” এ সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হবে।

(২) আবেদনের ৭ দিনের মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা সরেজমিনে তদন্ত করবেন। এবং উহা হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহযোগ্য না-কি বিনষ্টযোগ্য সে বিষয়ে বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে মতামতসহ প্রেরণ করবেন।

(৩) বিভাগীয় কর্মকর্তা ১৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

(৪) ধ্বংস করা হলে সম্পূর্ণ রেয়াত বাতিল করতে হবে।হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হলে বিক্রয় মূল্যের ওপর যে পরিমাণ মূসক প্রদান করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পরিমাণ রেয়াত বাতিল করতে হবে।

বিধি-৪১: দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের নিষ্পত্তিকরণ:

(১) এরূপ পণ্য নিষ্পত্তির জন্য দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে দূর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার এবং অন্য কোনো ক্ষেত্রে বিষয়টি অবহিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে "মূসক-২৭" ফরমে সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হবে।

(২) আবেদনের ৩ দিনের মধ্যে সার্কেল সুপার তদন্ত করবেন। তিনি পণ্যমূল্য ও মূসকের পরিমাণ নির্ণয় করবেন। অত:পর তার মতামতসহ বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

(৩) উক্ত পণ্য হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহযোগ্য বিবেচিত হলে উক্ত মূল্য নির্ধারণ করে তা অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

(৪) বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্ত মতামত প্রাপ্তির পর উহা হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ বা ধ্বংস করার অনুমতি প্রদান করবেন।

(৫) সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হলে গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ করা হলে, উহার ওপর যে পরিমাণ মূসক প্রদান করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পরিমাণ রেয়াত বাতিল করতে হবে।

বিধি-৪১ক: বর্জ্য (ওয়েস্ট) বা উপজাত (বাইপ্রোডাক্ট) পণ্যের সরবরাহ ও নিষ্পত্তিকরণ:

বর্জ্য (Waste) ও উপজাত (Byproduct) বলতে কি বুঝায়?

বিভাগীয় দপ্তরে কোনো পণ্যের মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। মূল্য ঘোষণায় উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (Input-output Coefficient) দাখিল করতে হয়। এর অর্থ হলো কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করে কতটুকু পণ্য উৎপাদিত হবে তার হিসাব। পণ্য উৎপাদন সম্পন্ন হওয়ার পর কিছু উপকরণ গুড়া, ছেড়া, কাটা ইত্যাদি অবস্থায় থেকে যায়। ইহা যদি অন্য কোথাও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়,

তাহলে ইহাকে বর্জ্য বলে। আর উহা যদি অন্যত্র ব্যবহার করা যায়, তাহলে ইহাকে উপজাত বলে। যেমন: চিনির উপজাত হলো ঝোলাগুড়।

(১) নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় দপ্তরে আবেদন করতে হবে।

(২) সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(৩) সরবরাহ অযোগ্য হলে ধ্বংস করতে হবে।

(৪) ৭ দিনের মধ্যে কমিশনার বরাবরে প্রতিবেনদ দিতে হবে।

বি: দ্র: বর্জ্য ধ্বংস করা হলে গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত কর্তন করতে হবে না। কারণ, ইহা উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (Input-output Coefficient) এর মাধ্যমে অনুমোদিত। উপজাত বিক্রয় করতে হলে মূসক পরিশোধ করে বিক্রয় করতে হবে।

বিধি-৪২: এজেন্ট বা প্রতিনিধির কৃতকর্মের দায়-দায়িত্ব নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক গ্রহণ:

নিবন্ধিত ব্যক্তির পক্ষে তার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা পরামর্শক বা অন্য কেউ যা কিছু করুক তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিবন্ধিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে হবে।

বিধি-৪৩: সরকারের পাওনা আদায় পদ্ধতি:

মুসক কর্মকর্তাগণ বকেয়া আদায়ের জন্য এই বিধির বিধান প্রয়োগ করবেন।

***** সমাপ্ত *****